সমকাল

তারিখ 22 MAR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

সোমবার রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট নির্বাচনে ভোট দিতে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ লাইন ■ সমকাল

স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট' নির্বাচন

গণতন্ত্রের চর্চা শিখল শিশুরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

ভোটার এক হাজার ৩৪৫। প্রভাতি ও দিবা শাখা মিলিয়ে প্রার্থী ৭৪ জন। ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল ৯টায়। সকাল ৮টা থেকেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। তাদের সবার পরনে স্কুল ড্রেস। এর মধ্যেই প্রার্থীরা গোপনে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ভোটকেন্দ্রে নেই কোনো পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন। দুপুর ১২টা বাজতে না বাজতেই প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে বলে জানালেন প্রিসাইডিং অফিসার সামিয়া আক্তার। এই চিত্র রাজধানীর মিরপুরের সিদ্ধান্ত হাই স্কুলের।

শুধু এই স্কুলই নয়, গতকাল সোমবার সারাদেশের প্রায় ১৮ হাজার মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার চিত্র ছিল একই রকম। ওইসব স্কুলে গতকাল অনুষ্ঠিত হয় প্রথম দফায় 'স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট' বা ছাত্র মন্ত্রিপরিষদ নির্বাচন। শিক্ষার্থীদের কাছে দিনটি ছিল অন্যরকম আনন্দের। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও গতকাল স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচন দেখতে রাজধানীর মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

মিরপুর সিদ্ধান্ত হাই স্কুলের নির্বাচনে দশম শ্রেণী থেকে অংশ নেওয়া প্রার্থী নূর হোসেন সকালে সমকালকে জানায়, সে সহপাঠীদের সবার কাছেই ভোট চেয়েছে। আশা করছে নির্বাচিত হবে। তার অনেক বন্ধুও তার পক্ষে কাজ করেছে। সে প্রধানমন্ত্রী হতে চায়। নির্বাচিত হলে যে আটটি বিষয়ে তারা দায়িত্ব পাবে তা যথাযথভাবে পালন করবে। অপর প্রার্থী ইশরাত জাহানের মনোবলও ছিল তুঙ্গে। সে জানায়, তার বিশ্বাস সবাই তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নারী, তাই তার স্কুলের প্রধানমন্ত্রীও হবে সে। যেহেতু বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির। তাই এ বিষয়েই সে সবচেয়ে জোর দেবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম রনি বলেন, 'নির্বাচনী সব দায়িত্বই পালন করছে

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

গণতন্ত্রের চর্চা শিখল শিশুরা

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষার্থীরা। তবে তারা যেসব বিষয় বুঝতে পারেনি সেগুলোই আমরা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারও আছে। আসলে গণতন্ত্রের চর্চা বোঝাতেই এই নির্বাচন। কারণ আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনে দেশকে পরিচালনা করবে। শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধ করতেও এই ক্যাবিনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থাকায় আগামী ৩১ মার্চ বাকি ৪ হাজার ৮৫৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দুই দফায় ১ লাখ ৮৩ হাজার ৯২৮টি পদের জন্য প্রায় পাঁচ লাখ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এবার মোট ভোটার ৯৭ লাখ ৪৪ হাজার ৪৯৫ জন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত আটজন সদস্য নিয়ে এ ক্যাবিনেট গঠিত হবে। এর মধ্য থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে সদস্যরা। তাদের দায়িত্বের ক্ষেত্রগুলো হলো পরিবেশ সংরক্ষণ (বিদ্যালয়, আঙিনা ও টয়লেট পরিষ্কার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা), পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহপাঠ কার্যক্রম, পানিসম্পদ, বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি, দিবস ও অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন, আপ্যায়ন এবং আইসিটি।

রাজশাহী ব্যুরো জানায়, রাজশাহীতে উৎসবমুখর পরিবেশে সরকারি স্কুলগুলোয় অনুষ্ঠিত হয়েছে স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট নির্বাচন। রাজশাহী সরকারি বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে দেখা গেছে জাতীয় নির্বাচনের আদলে ভোটের বুথ। ক্লাস রুমের সামনে সকাল থেকেই ছিল ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। প্রধান শিক্ষক এসএম মাহবুবুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের ক্যাবিনেট নির্বাচন সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব জাগ্রত হবে।

ময়মনসিংহ ব্যুরো জানায়, ময়মনসিংহের মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট নির্বাচন হয়েছে। শহরের বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পোস্টার সাঁটিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা গেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসিমা আক্তার জানান, এ বয়সে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখবে। তাদের মধ্য থেকে যোগ্য ও স্বচ্ছ নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে।